দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 23-APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

১০

ইটনা থানায় প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র করুণ

কিশোরগঞ্জ, ২২ এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- শিক্ষক স্বল্পতা, বিদ্যালয়ের জীর্ণদশা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব, অভিভাবকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি কারণে ইটনা থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ইটনা থানার ৯টি ইউনিয়নে ৪৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৭টি প্রধান শিক্ষকের ও ১২টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। এছাড়া থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি এক বছর যাবত এবং একজন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য রয়েছে। বর্তমানে কর্মরত মাত্র একজন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পক্ষে সমগ্র থানার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষা বিভাগ কতৃক পরিচালিত জরিপ রিপোর্ট হতে জানা যায়, গত শিক্ষাবর্ষে ইটনা থানায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার ৪৯৫ জনমধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ১৩ হাজার ৯৮৯ জন। বাকি ৬ হাজার ৫০টি শিশুই বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভিভাবকদের আর্থিক দৈন্য ও বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় অনেক অভিভাবক শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানো থেকে বিরত থাকেন।

ইটনা থানার ৪৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩০টি তেই প্রয়োজনীয় আসবাদপত্র নেই। যা আছে তা ব্যবহারের অযোগ্য। বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ও উপকরণের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই খেলার মাঠ, নলকূপ ও প্রস্রাব-পায়খানা নেই। এছাড়াও ইটনা থানা হাওর এলাকায় অবস্থিত বিধায় বর্ষাকালে সমগ্র থানা পানিতে নিমজ্জিত থাকে। ফলে বর্ষা মৌসুমের ৩/৪ মাস বিদ্যালয়গুলো এক প্রকার বন্ধই থাকে।

অন্যদিকে বিভাগীয় উর্ধতন কর্মকর্তারা প্রায়শঃই বিদ্যালয় পরিদর্শনে না আসায় শিক্ষকরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।